প্রাণ
চাচা চৌধুরী
আর
তেরঙ্গা
ডায়মণ্ড কমিকস্
DB-300 Rs. 15.00
U.S. $ 0.45
LIVE
CHACHA CHAUDHARY
Mon. to Wed., 7 P.M.
on
Sahara T.V.
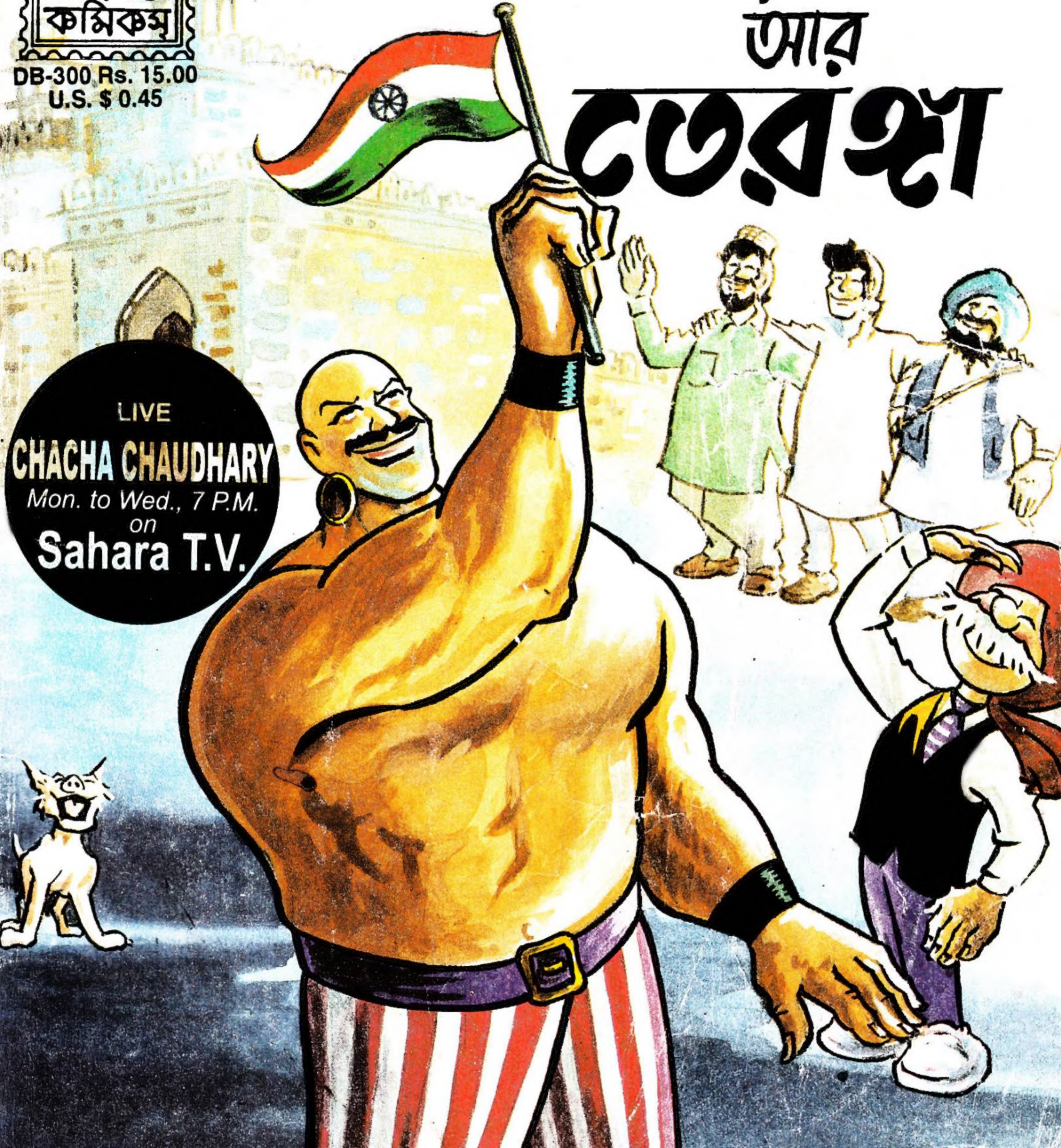
The heart throb of millions of comic strip lovers, cartoonist Pran was born in a small town, Kasur, now in Pakistan. After completing his M.A. in Pol.Sc. and studying Fine Arts, he started his cartooning career in 1960.from Daily Milap.

During those days foreign comics were being published all over the country. Young Pran created comics having Indian characters and on local themes. His characters CHACHA CHAUDHARY, SABU, SHRIMATIJI, PINKI, BILLOO and RAMAN have become phenomenal success one after the other.

Winner of the People of the Year Award 1995, instituted by Limca Book of Records, his two episodes of CHACHA CHAUDHARY series have been acquired by International Museum of Cartoon Art, USA. In 1983 Prime Minister Mrs. Indira Gandhi released his comic book, 'Raman - United We Stand.'

The reason for the popularity of Pran's characters is that they present simple and straight humour which directly tickles the laughter nerve of the reader.

Publisher

চাচা চৌধুরী আর তেরঙ্গা

ভাই আব্দুল! সাকিনা মায়ের জন্মদিনের অভিনন্দন গ্রহন কর। আমাদের তরফ থেকে এক ছোট্ট উপহার।

শংকর! কর্তার!! ধন্যবাদ!

নিন, সেমুইয়ের পায়েস খান।

আজ তিনমূর্তির খুশী যে ধরে না দেখছি।

চাচাজী! আজ আমাদের বন্ধু আব্দুলের মেয়ের জন্মদিন।

আজ ছাড়াও কালও উৎসবের দিন হবে। কেন জান?

TV
CO
এই পারস্পরিক সদ্ভাবটাই হচ্ছে আমাদের দেশের অমূল্য সম্পদ!
কিন্তু পাশ্চাত্য দেশগুলোর কাছে অত্যাধুনিক এবং শক্তিশালী হাতিয়ার আছে।

সাবু! কোন দেশের শক্তি ওদের হাতিয়ারের ক্ষমতা নয়, ওখানকার লোকেদের একতা হয়।

এই দেশে হিন্দু-মুসলিম-শিখ-খ্রীষ্টান মিলেমিশে থাকে। এজন্যই তো 'আমার ভারত দেশ মহান'!

কিন্তু আমি এই সদ্ভাবকে বিদ্বেষে বদলে দেব!

রাতে—
এখানে দাঙ্গা হবে। লোকেরা একে-অপরকে কাটবে, মারবে। হো! হো!!
পেট্রোল

আমি আব্দুলের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছি।

আর আগুনের মশালে শংকরের বাড়ীর সামনে ফেলে দিয়েছি। রাতের অন্ধকারে কেউ আমাকে দেখতে পায়নি।
শ

ওহো হ! আগুন?!
ওঠো! বাইরে চল।

ধৈর্য ধর! আগুন এখুনি নিভে যাবে।

সকালে—
এ্যাঁ?? আগুন লাগানোর মশাল শংকরের বাড়ীর সামনে?
আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে, আমার বন্ধু শত্রুর মত ব্যবহার করবে।
শংকর

শংকর আমার বাড়ী পুড়িয়েছে। আমি কেরোসিন ঢেলে ওর বাড়ীতেও আগুন ধরিয়ে দেব।
কেরোসিন

আব্দুল? বন্ধু! তুমি আমার বাড়ী পোড়াবার চেষ্টা করছিলে?
কে বন্ধু?

মারো!
তোদের এত সাহস!
মারো!
মারো!
লাশ ফেলে দাও!

দাঁড়াও, বোকার দল!

আব্দুল! তুমি বলছ যে, এই মশাল দিয়ে শংকর তোমার বাড়ীতে আগুন ধরিয়েছে। কিন্তু এই লাঠিটা থেকে মাছের গন্ধ আসছে।

যে এই মশালে হাত দিয়ে ধরেছিল, ও তার আগে ঐ হাত দিয়ে মাছ খেয়েছিল। কিন্তু শংকর নিরামিষাশী।*
*চাচা চৌধুরীর মগজ কম্পুটারের চেয়েও প্রখর।

এই চিহ্নগুলো বলছে যে, যে ব্যক্তি এই পর্যন্ত্য মশাল এনেছিল, ওর মাত্র একটাই পা, অর্থাৎ ও খোঁড়া। কিন্তু শংকরের দুটো পা-ই অক্ষত।

এবার আমরা এই চিহ্নের সাহায্যে তোমার ঘর পর্যন্ত্য যাব।

দেখ, তোমার বাড়ীর সামনে খয়েরী রং এর চুল পড়ে আছে। এতে এটা প্রমান হয় যে, শত্রু নিজের চুলে মেহেন্দী লাগায়।
শংকরের চুল কালো।

ভাই শংকর! আমাকে মাফ করে দাও। আমার ভুল হয়ে গেছিল।
এমন করে বোল না, বন্ধু!

আমি চলি। ঐ বিদেশী এজেন্ট সাম্প্রদা-
য়িকতার বিষ ছড়িয়ে দেবার আগে
ওকে ধরতে হবে।

ওর মাছ খাবার শখ আছে। ও
নিশ্চয়ই মাছের বাজারে
যাবে।

তাজা
মাছ
ভোট
কেশ
তেল
FISH
ওকে এখানে
খুঁজতে
হবে।

আজ তুমি মাছ বেশী করে কিনবে। লোকে-
দের বাড়ী পোড়াবার বদলে নিশ্চয়ই বসের
থেকে ভাল পুরস্কার পেয়েছ?
তুমি
আমাকে চিনে
নিয়েছ?

এবার তাহলে মরার জন্য
প্রস্তুত হয়ে যাও।
খেলনা বন্দুককে
আমি ভয়
পাই না।

ট্যাঁয়!!
এটা খেলনা বন্দুক নয়, আসল। দেখ!

ফটাকক্!

ধড়াক্!

কনষ্টেবল গোঁৎ কা! আগুন লাগাবার অপরাধে একে গ্রেপ্তার কর।

চল!

উগ্রবাদীদের চীফ্ বাকাল–
বাকাল! একটা ভাল খবর আর একটা খারাপ খবর আছে।
জাহী! প্রথমে খারাপ খবরটা শোনাও!
আমাদের সাথী খোঁড়া শশী ধরা পড়েছে।
আমরা বিদেশ থেকে যে কোটি-কোটি টাকা পাই, তা এই দেশে ভাঙচুর করার জন্য পাই।

যদি আমরা বিফল হয়ে চলি, তবে এই আরামের জীবনের জন্য কে আমাদের পয়সা দেবে?

ভাল খবরটা কি ?
আজ বড় ময়দানে, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী তেরঙ্গা উত্তোলন করতে আসবেন, ওখানে আমরা শক্তিশালী বোম ফিট করে দিয়েছি।

ঐ বোম যখন ফাটবে, তখন প্রচুর লোক মারা পড়বে।
?

পাব্লিক ফোন
চাচা চৌধুরী! আজ বড় ময়দানে বোম ফাটবে।

তুমি কে ?
কোন ঝামেলায় আমি পড়তে চাই না। তাই নাম বলব না।

সাবু! এসো! যেখানে পতাকা উত্তোলন হবে, ওখানে লোকেদের প্রান বিপন্ন!

ডগডগ! জোরে চল। আমাদের ওখানে পৌঁছবার আগেই না ধ্বংসলীলা শুরু হয়ে পড়ে।

পতাকা উত্তোলনস্থল-
আমার দেশবাসীবৃন্দ! এই স্বাধীনতা আমরা অনেক বলিদানের মূল্যে প্রাপ্ত করেছি। তাই একে যে কোন মূল্যে সুরক্ষিত রাখতেই হবে।

বোম? ওটা কোথায় হতে পারে?

মুখ্যমন্ত্রী পতাকা উত্তোলনের জন্য এগোতেই —
দাঁড়ান!

একদম এগোবে না। তুমি মুখ্য-মন্ত্রীর কাজে বাধা দিচ্ছ।
গার্ড! ওনাকে আসতে দাও! উনি হচ্ছেন চাচা চৌধুরী-আমার বন্ধু!

আমি খবর পেয়েছি, এখানে এক শক্তি-শালী বোম লুকিয়ে রাখা আছে।

বোম?!!
পালাও!
পালাও!

এই পতাকার ভেতরে কি আছে।
এতে ফুলের পাপড়ি আছে। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করলে, ওপর থেকে ওগুলো ওনার মাথায় ঝরবে।
আপনি নিজের সন্দেহ দূর করে নিন।
পাপড়ি হাল্কা হয়, কিন্তু এগুলো ভারী! মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়! পতাকা খোলার অনুমতি দিন।

পতাকা খুলতে–

দেখুন, এতে এই শক্তিশালী বোমটা বাঁধা রয়েছে। পতাকা উত্তোলন করলেই এটা মাটিতে পড়ে ফেটে যেত আর বহু লোক মারা পড়ত।

এরপর তেরঙ্গা উত্তোলন করা হল-

জন-গন-মন অধিনায়ক জয় হে... ভারত ভাগ্যবিধাতা...

দাঁড়াও! এক পা এগোবে না।

এই পতাকা পর্যন্ত পৌঁছতে আমায় কেউ বাধা দিতে পারবে না।
র‍্যাট্ ট্ ট্!

র‍্যাট্ ট্ ট্ ট্!
সাবু! পতাকা পড়ে যাওয়া থেকে আটকাও!

র‍্যাট ট্ ট্ ট্!

হু- হবা!

আহ হ! আমি ওটা ধরতে সফল হয়েছি।

কিন্তু গুলির বৃষ্টি তোকে ঝাঁঝরা করে দেবে। তোর লাশের সঙ্গে-সঙ্গে পতাকাও মাটিতে পড়বে।

যা বিদেশী ছুঁচো!
ধড়াক্ক্!

পুলিশ স্টেশন
কড়াক্!
বাকাল! তুমি ঠিক জায়গায় এসে গেছ।

জয় হিন্দ!

বারলীর কমপ্যুটার

রকেট চেঁচাচ্ছে কেন?

কেউ এদিকে আসছে।

পতির মৃত্যুর পর ওনার পেনশনের যে টাকা আমি পেয়েছিলাম, সেই ৫০,০০০ টাকা আমি ২০% সুদে ইভ ফায়নান্স কোম্পানীতে জমা করে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, যা সুদ পাব, তা দিয়ে আমার দিন কেটে যাবে। কিন্তু এক মাস পর আমি ওখানে গেলে ফায়নান্স কোম্পানীর ডায়রেক্টর বারলী বলল যে, আমার এ্যাকাউন্টে মাত্র ৫০০০ টাকা আছে।

চৌধুরী! বারলী আমাকে লুটে নিয়েছে।
আমাকেও!
আমাকেও!!

আমি ইভ ফায়নান্সে ৩০,০০০ টাকা জমা করিয়েছিলাম। কিন্তু এখন ওরা বলছে যে, আমার এ্যাকাউন্টে মাত্র ৩০০০ টাকা আছে।
আমি ৭০,০০০ টাকা জমা করিয়েছি। এখন ৭,০০০ টাকা আছে।
আমার ৪৫,০০০ টাকা ৪,৫০০ টাকা হয়ে গেছে।

আমি গিয়ে ঐ লুটেরার ঘাড়টা মটকে দিচ্ছি।

না সাবু! ওখানে যেতে হবে আমাকে! আমিও ওখানে ২০,০০০ টাকা জমা করিয়েছিলাম।

চিন্তা কোর না! সবার পুরো পয়সা পেয়ে যাবে।

ইভ
ফায়নান্স কোম্পানী

বারলী! আমি নিজের টাকা ফেরত চাই।
দেখছি, তোমার এ্যাকাউন্টে কত আছে?

চৌধুরী! আমাদের কাছে তোমার ২০০০ টাকা আছে।
কিন্তু আমি ২০,০০০ টাকা জমা করিয়েছিলাম।
সেটা তোমার ভুল ধারণা! কমপ্যুটার মিথ্যে কথা বলে না।
চাচা চৌধুরী ২০০০ টাকা।

ইভ
ফায়নান্স কোম্পানী
আচ্ছা, চলি!
বায়!

খেলনা চাই!

বারলী! এই লোকটা খেলনা কিনতে চায়। কিন্তু এর কাছে পয়সা নেই।
হোটেল
ঠিক আছে! ওর এ্যাকাউন্ট আমার কোম্পানীতে আছে। ওর খেলনার দাম আমি দিয়ে দেব।

বের কর দশ লাখ টাকা।
তুমি কি পাগলে হয়েছ? একটা সাধারন খেলনার দাম দশ লাখ টাকা?

ও আমার ট্রাক, যার নাম 'খেলনা'.... কিনে নিয়েছে।
খেলনা
TOY

চৌধুরী! মাফ কর! আমি স্বীকার করছি যে, আমি কমপ্যুটারের সফ্টওয়ার বদলে লোকেদের টাকার অঙ্ক কম করে দিয়েছিলাম।

তোমাকে এদের সবার টাকা ফেরত দিতে হবে।
দেব!

ব্রিগেড-৭

আবু! সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে! ভাবছি কিনারে যোগাভ্যাস করব।

আপনার জাহাজ কোন-কোন দেশ হয়ে আসছে?
ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জাপান ইত্যাদি গোটা বিশ্ব ঘুরে ভারত পৌঁছেছে।

এবার আবার যাত্রা করার আগে কয়েকটা দিন এই জলে জাহাজ থাকবে।

চাচাজী! ওপরে উঠে আসুন।

চাচা চৌধুরী যোগে লীন হয়ে পড়লেন।

ওদিকে ডাঙায়—
তোমার নাম সাবু না?
হ্যাঁ!
তোমাকে ব্রিগেড ৭-এর চীফ্ কাঙ্গো ডেকে পাঠিয়েছে।

এসো, ঐ চেয়ারটায় বসে পড়।

কাঙ্গো! তাড়াতাড়ি বল, আমার সঙ্গে তোমার কি কাজ?
আমাকে জগিং করতে যেতে হবে।

এবার আর তুমি কোথাও যাবে না। স্টীলের এই বেল্ট দশটা হাতী মিলেও ভাঙতে পারবে না। তুমি এখন আমার বন্দী।
বেইমান!

স্মাগলিং-এর জন্য আমাদের তটে দাঁড়ানো জাহাজটা কব্জা করতে হবে। আমি জানতাম যে, তুমি মুক্ত থাকলে আমাদের কাজে বাধা দেবে।

ব্রিগেড ৭-এর ফোর্স জাহাজের দিকে রওনা হয়ে পড়েছে।

ব্রিগেড-৭-এর স্টীমার জাহাজের দিকে এগোচ্ছে।
সবার নিজেদের কাজ মনে আছে তো?
হ্যাঁ!

ওপরে এসো!

দাঁড়াও!
প্রথমে এটার স্বাদ চেখে দেখ।
ফর র!

ওহো হ! বিষাক্ত গ্যাস!
ফররর!

সব অফিসার মারা গেছে।
জাহাজ আমরা দখল করে নিয়েছি।

একজন বেঁচে আছে।
একেও যমের বাড়ী পাঠাও।

ফর ররর!

আরে! তোমার ওপর বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাব হল না কেন?
আমি যোগের বলে এক ঘন্টা শ্বাস বন্ধ করে থাকতে পারি।

এর মানে, গ্যাস নিশ্বাস দ্বারা এর ভেতরে যায়নি?
ধর ওকে!
কিন্তু গানে গ্যাস শেষ হয়ে গেছে।

বস্ কাঙ্গো! আমরা জাহাজ দখল করে নিয়েছি।
গুড!

মাত্র একজন লোক, যে যোগাভ্যাস করছিল, সে বাদে সবাই মরে গেছে।
যে বেঁচে আছে, ওকেও সমুদ্রে ফেলে দাও।
না! ও হচ্ছে চাচা চৌধুরী!

সাবু নিজের মাংস-পেশীর সমস্ত শক্তি একত্রিত করল আর এক ঝট্কায়—
আহ্ হহ!
কড়াক্ক!
ও এত মজবুত বাঁধন ভেঙে দিল!

এই পাগল হাতীটাই এখন আমার শেষ ভরসা।

যাও! ওকে পিষে ফেল!
হহঙ্গী!

ও আমার ওপর হামলা করতে আসছে।

ও ভারী হাতীটাকেও তুলে নিল!
আ হহহ!

যাও!

ধড়াম্‌ম্‌ ম্‌ম্‌!

আমাকে তাড়াতাড়ি ঐ জাহাজে পৌঁছতে হবে।

ঐ যে ওটা !

জাহাজে
একে আমি কাবু করে নিয়েছি।
একে সমুদ্রে ফেলে দাও।

যাও! তোমার মৃত্যু জলেই লেখা ছিল।

??

ডুবে যাওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেলেও এবার আমি এর গলা টিপে মেরে ফেলব।
ধড়াম্!
ও এখনও বেঁচে?
ও বলেছিল যে, ওর নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখার ক্ষমতা আছে।
এই ভারী বাক্সের আঘাতে এ নিশ্চয়ই মরবে।
অ্যাঁ?? বাক্সটা উপরে চলে গেল কেন?

নিজের বোঝা কিছুটা আমাকেও দাও।
এ মনে হচ্ছে ঐ ছোট্ট লোকটার সাথী।

প্রথমে এই লম্বুকে মারো!

সব ছুঁচোর দলে!!
ধড়াকক!
আউ উ!

ক্ষমা কর আমাদের।

আবু! সবার আগে এই জাহাজ অফিসারদের হাতে তুলে দিতে হবে।
ঠিক আছে, চাচাজী!

টায়ার চোর

সবাই যে-যার খাবার পেয়ে গেল! কিন্তু আমার চা এল না?

হা: হা!!

আমি বলতে চাই যে, আমি তোমাকে কত ভালবাসি।
ভালবাসা? তুমি কোন দিনও আমাকে শাড়ী কিংবা গয়না কিনে দিয়েছ?
ভালবাসাকে পয়সা দিয়ে বিচার কোর না।

কেন করব না? বাদশাহ শাহজাহান যদি কোটি-কোটি টাকা খরচ করে নিজের বেগমের জন্য তাজমহল না বানাতেন, তবে ওনার ভালবাসা কেউ জানতে পারত?

কিন্তু আমার কাছে পয়সা কোথায়?
চাচাজী! কাল মনসুখলাল আপনাকে যে দু হাজার দিল, তার কি হল?

সাবু যখন হাঁড়ি ভেঙেই দিল, তখন চল গিন্নি...তোমাকে শাড়ী কিনে দিই।

আজ কত দিন পর তুমি আমাকে বাইরে ঘোরাতে নিয়ে যাচ্ছ!
না! আমাদের দু'জনকে ডগডগ নিয়ে যাচ্ছে।
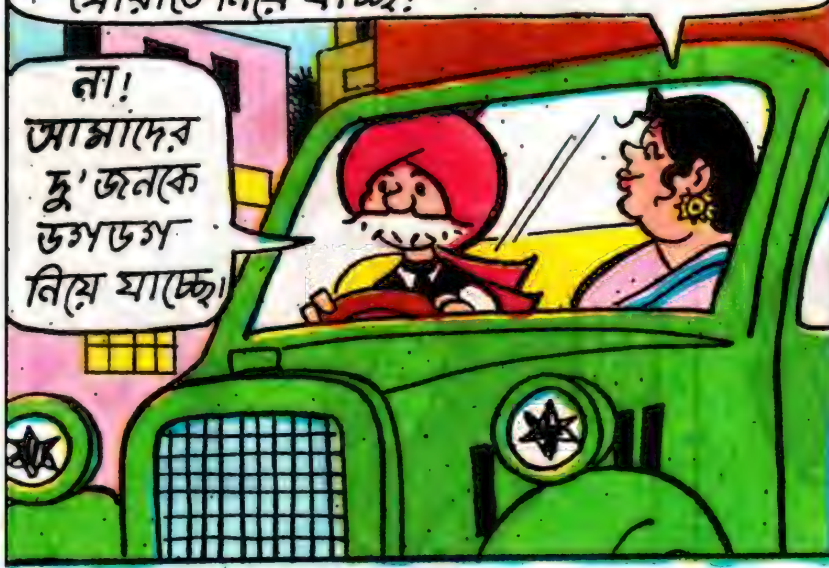
আজ ডগড়গের মুড ভাল আছে মনে হচ্ছে। তাই, জোরে ছুটছে।
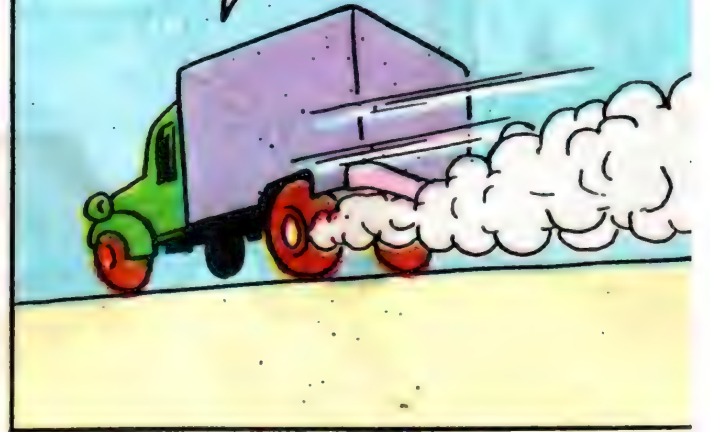
ঐ যে কাপড়ের দোকান!
SARIS

দেখুন, সিল্ক...শিফন... কটন.. সব রকম শাড়ী।
একটাও পছন্দ হচ্ছে না। আরও দেখান।
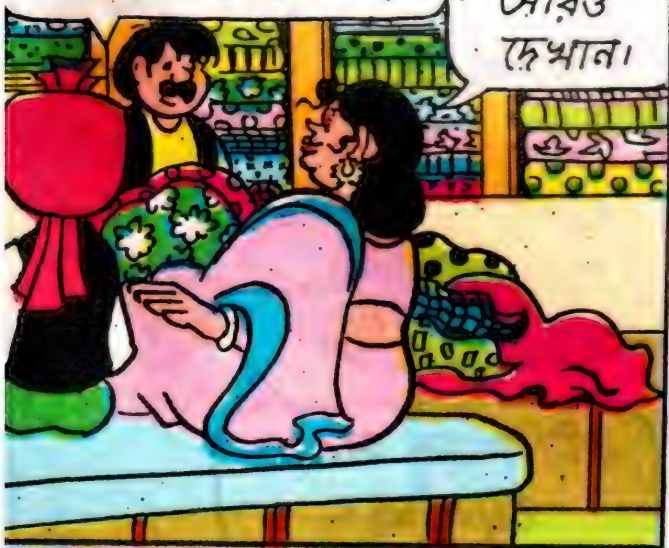
উফ্ ফ্। আমি শাড়ী দেখাতে-দেখাতে অস্থির হয়ে উঠলাম, আপনার একটাও পছন্দ হলনা
আমি গত তিরিশ বছর ধরে একে সহ্য করে আসছি। তুমি আধ ঘন্টাতেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে?

বাইরে... মারলী চোর
যদি ঐ ট্রাকটার টায়ার চুরি করে নিই তো কেমন হয়?
হোটেল

টায়ার তো ঘষে গেছে। কিন্তু সিনেমার পয়সা ঠিকই পেয়ে যাব।

হোটেল
SARI
এ্যাঁ?? ডগডগের টায়ার কোথায় গেল?
গিন্নী! চিন্তা কোর না! ওটা ঠিকই পেয়ে যাব। একটু অপেক্ষা কর।

টায়ার কিনবে? মাত্র ৫০ টাকায়!
মন্দ নয়! কেটে চটির তলায় লাগানো যাবে।

ওহোহ্!
জ জ জ!
এটা থেকে হাওয়া বেরোচ্ছে।

বাঁচাও!
জ্‌ জ্‌ জ্‌!

ঝড় তো ওঠেনি, তবু তুমি উড়ে এলে কি করে?
টায়ারের তীব্র হাওয়ায়!
থপ
প প প

তুমি যদি থানায় না যেতে চাও, তো ঐ টায়ারটা আমাকে দেখাও।
এদিকে এসো।

এই যে ওটা! কিন্তু এর তো সব হাওয়া বেরিয়ে গেছে?

হাওয়া সাবু ভরে দেবে।
SARI

দানুকের বল

কি? একা-একাই খেলছ।

আমি বাড়ী থেকে উইকেট নিয়ে আসছি।
দানুক! তুমি তো ক্রিকেটকে ঘৃণা করতে। তবে সাবুর সঙ্গে ম্যাচ খেলতে কি করে রাজী হয়ে পড়লে ?

ওর ব্যাট আমি ভাঙব। ও আমার বলে খেলতে রাজী হয়ে গেছে। এই পাথরের বল ওর ব্যাট ভেঙে দেবে। আমার দারুন মজা হবে!

সাবু! তুমি ক্রিকেটের বল কেন রেখে যাচ্ছ ?
দানুক নিজের বলে বল করবে।

তাহলে তুমি ঐ ব্যাটটা রেখে এটা নিয়ে যাও।

ঠিক আছে! এটাই নিয়ে যাচ্ছি।

এই আমলাও আমার প্রথম বল।

ধড়াক!

কড়াকক!
আ উ উউ!

তোমার চাল উল্টো পড়েছে।

ও যদি পাথরের বল ফেলতে পারে, আমিও লোহার ব্যাট ব্যবহার করতে পারি।

চিঠি আর লাঠি

আরে তুমি জেল থেকে কবে ছাড়া পেলে?
আজই। চাচা চৌধুরী আমাকে শ্রীঘরে পাঠিয়ে ছিল।

একটা সুখবর আছে। যখন তুমি জেলে গিয়েছিলে তখন তোমার একটা ছেলে হয়েছে

বড় হয়ে ও তোমার মতো দাগী চোর হবে।
তার কি প্রমান?

যার বাপ নামকরা ঠগ আর মা পকেট মার তাদের বাচ্চা দাগী চোর হবে না তো কি হবে?

আজকালকার বাচ্চারা মা বাপের মুখ উজ্জ্বল করে না, কাজেই অন্য কোনও প্রমান দাও

আরও একটা ঘটনা বলি তোমাকে যাতে করে তুমি বুঝতে পার যে তোমার ছেলে কত গুণবান।

ওর জন্মের পর হাত দুটো বন্ধ ছিল। ডাক্তার আর নার্স অনেক চেষ্টা করেও খুলতে পারেনি। এছাড়া অনেকেই চেষ্টা করেছে খুলতে কিন্তু পারেনি।

বাড়ি এসে ও যখন নিজের থেকে মুঠ খুললো তখন ওর একহাতে ছিল নার্সের কানের দুল আর অন্য হাতে ছিল ডাক্তারের হাতের আংটি।
আচ্ছা?

এখন আমি নিঃশ্চিন্ত যে এই ছেলে বড় হয়ে আমাদের নাম রাখবে।

আবার কোথায় চললে?
রোজগার করতে। এতদিন জেলে থাকার ফলে হাত একদম খালি।

গিন্নী! আমার পাগড়িটা কোথায়? আমি ব্যাঙ্কে যাচ্ছি কিছু টাকা জমা করাতে হবে।
পাগড়িটা বড় নোংরা হয়েছিলো আমি সেটা বাইরে ধুতে দিয়েছি।

কিন্তু তুমি তো পাগড়ীটা বাইরে ঝুলিয়ে রেখেছো।
যখন বৃষ্টি আসবে তখন নিজের থেকেই ধুয়ে যাবে

এবছরে যদি খরা পড়ে তবে এবারও আমার পাগড়িটা ধোয়া হবে না।

বক্কু! তুই জেল থেকে এসে গেছিস?
হ্যাঁ ডাবু! ওঠো কাজে যেতে হবে। তোমার কাছে সেই চিঠিটা আছে তো?
হ্যাঁ!

দ্যাখ! এক বাবু যাচ্ছে। ওর ব্যাগে নিশ্চয়ই মালকড়ি আছে। তুই ওকে চিঠিটা ধরা বাকী কাজ আমি সামলাচ্ছি।

দাদা! দয়া করে আমার মা'র এই চিঠিটা একটু পড়ে দেবেন? আমি মূর্খ মানুষ লেখাপড়া শিখিনি।

শোনো! লিখেছেন...

ঢিশুম

নাও! বাবুর ব্যাগটা খোলো দেখি যা মাল আছে দু'জনে ভাগ করে নেব।

জব্বু! দাঁড়াও!
কেন? ওই লোকটাকে লুটবার ইচ্ছা আছে নাকি?
হ্যাঁ! আমার একটা হিসাব দেওয়ার আছে ওই লোকটাকে। ও আমাকে জেলে পাঠিয়েছিল।

আজ চাচা চৌধুরী পাত্তাই পড়েননি ডাক্তার ছোটো ভালোই লাগবে। তুমি ওকে চিঠিটা পড়তে দাও বাকি কাজ আমি দেখছি।

মহাশয়! আমার মা'র চিঠিটা পড়ে দেবেন! আমি মূর্খ অশিক্ষিত মানুষ।

শোনো! লিখছেন স্নেহের বাবা ডাম্বু!
এটাই সুযোগ!

যাঃ! চিঠিটা হাত থেকে পড়ে গেল!

ফটাস

নাও! তোমার সাথী এসে গেছে, বাকী চিঠিটা ওকে দিয়ে পড়াও।
আমি নিজেই পড়ে নেব! আইও!!

সে আমি জানতাম। যদি তুমি অশিক্ষিত হও তবে তুমি কি করে জানলে যে এটা তোমার মা'র চিঠি? কাজেই আমি ইচ্ছা করেই চিঠিটা হাত থেকে ফেলে ※ দিয়ে ছিলাম।
※ চাচা চৌধুরীর বুদ্ধি কম্প্যুটারের চেয়েও প্রখর।

ও আবার আমাদের মাত দিয়ে গেল।
লোকটার বুদ্ধি সত্যিই অত্যন্ত প্রখর!

এই যদি হয় তবে কাগজ আর অস্ত্র ওর কি অনিষ্ট করবে? ওর জন্যে তাহলে আরও ঘাতক হাতিয়ারের ব্যবস্থা করতে হবে।

এস ডাবু! মনে হয় হার্ডওয়্যারের প্রয়োজনই তোমাকে এখানে টেনে এনেছে।
হ্যাঁ! জেসাকা! আমার বন্দুক চাই!
চাচা চৌধুরীকে! মারতে হবে!

তুমি যাতে এইবার অসফল না হও তারজন্যে এই শক্তিশালী বোমাটা নিয়ে যাও। যদি কেউ চাচা চৌধরীকে সাহায্য করতে আসে তাহলে সেও এর প্রচন্ড বিস্ফোরণে উড়ে যাবে। বেস্ট - অব - লাক!

ও এই রাস্তায় গেছে।

সাবু তুমি এখানে?
চাচাজী! এই এলাকায় জলের ভীষন অভাব। তাই আমি বাল্টী ভরে ভরে এখানকার লোকেদের নদী থেকে জল দিচ্ছি।

লম্বু! তোর ভাগ্য খারাপ যে তুই চাচা চৌধরীর সাথে এখানে উপস্থিত হয়েছিস। এই বোমাটা তোদের দুজনের শরীর টুকরো টুকরো করে দেবে।

তোমাদের দুজনকে ঠান্ডা করার জন্যে এই জলই যথেষ্ট।

ওহো! এ কি হয়ে গেল!
ও আমাদের ধরতে আসতে!

যাও!

ওফ! তুমি আমাদের অনেক উঁচুতে ছুঁড়ে দিয়েছো!

ধুড়ুম!
সার্কাস

আমি তোমাকে কিছু জানোয়ার আনতে দিয়েছিলাম, কিন্তু এই জোকার এনেছো কেন?
সার্কাস

গুপ্তধন

সাবু! ওটা ভেতরে নেই!
চাচাজী! সেটা বাড়ির পেছন দিকে আছে হয়তো!

ঠিক আছে, পেছন দিকেই চলো।

জায়গাটাই খুঁড়তে হবে সাবু!

রিঙ্কী! ওরা খোঁড়াখুঁড়ি করছে কেন?

ডাম্বল! মনে হয় লোকটা প্রাচীন গুপ্তধন খুঁজে বার করছে। মালটা আমাদের হাতে আসা উচিৎ।
গুপ্তধন!!
মাটির নিচ থেকে যা পাবে সব আমাদের দিয়ে দেবে চুপচাপ!
?
এই মরা ইঁদুরটা পেয়েছি। মরে গিয়ে বড় গন্ধ বেরিয়ে ছিল। আমরা এটাকেই খুঁজছিলাম।
হা! হা!!

নাও, এটা তোমাকে দিয়ে দিলাম।
রিস্কী! এখানে তো কিছু পেলাম না।
ডাম্বল! আমি খালি হাতে বাড়ি ফিরবো না।
তোমাদের অবশ্যই কিছু দিতে হবে আমাদের।
আমাদের কাছে যা ছিল আগেই সেটা দিয়ে দিয়েছি।
চুপ! আমি তিন গোনা পর্যন্ত যদি কিছু বার না করো তাহলে তোমাকে গুলি করে মারবো।
এক--- দুই-----
আর তিন!
ঠকাস!

আমি তোমাদের
এমন জায়গায়
নিয়ে ফেলবো
যেখানে তোমরা
অবশ্যই কিছু
পাবে।